ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৭২৪
আগরতলা, ০১ নভেম্বর, ২০১৮

রাজ্য সরকার সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন ত্রিপুরা গড়তে চাইছে : মুখ্যমন্ত্রী

বৌদ্ধধর্ম হল শান্তির প্রতীক। তাই বৌদ্ধধর্মে সকলের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির সহাবস্থানের কথা বলা হয়ে থাকে। আজ সাব্রুম মহকুমার মনুবনকুলের ধম্মদীপা স্কুল ময়দানে ১৭তম রাজ্যভিত্তিক ওয়া উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। এর মধ্যে ওয়া উৎসব হল মগ জনজাতিদের প্রধান উৎসব। মূলতঃ এই উৎসব হল জাতি জনজাতির মিলন উৎসব। এই উৎসবে একে অপরের সঙ্গে একই জায়গায় একই মানসিকতা নিয়ে সবাই মিলিত হন এবং পরস্পরের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট অশোকের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী পিপাসা থাকা সত্ত্বেও কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি মানসিক শান্তির জন্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আগ্রহী হন। বুদ্ধের উপদেশ তাকে শান্তির পথে নিয়ে আসে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হল শান্তি, সম্প্রীতি এবং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের দেশ। ভারতের এই মহান সংস্কৃতিকে একটা সময় বিদেশী শক্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা করতে পারেনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে রাজা মহারাজাদের আমল থেকেই সংস্কৃতির দিক দিয়ে উন্নত ছিল। জাতি জনজাতিদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছিল। কিন্তু একটা সময় ত্রিপুরার এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মেলবন্ধনকে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান রাজ্যসরকার সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন ত্রিপুরা গড়তে চাইছে। তিনি বলেন, কোনো দেশ বা রাজ্যকে উন্নত করতে হলে সর্বপ্রথম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর লক্ষে সড়ক, বিমান, হাইওয়ে সহ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়েছেন। সাব্রুমের ফেনী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুটি নির্মাণ কাজ শেষ হলে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব নেকটাই কমে যাবে। যার ফলে মালপত্র আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে খরচও কমে যাবে। শুধু তাই নয় ফেনী নদীর উপর সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ত্রিপুরাই হবে বিজনেস গেটওয়ে। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে।

***২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এফ সি আই রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনবে। এর ফলে দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূরণ করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাতে আই টি হাবের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক হাব তৈরী করারও পরিকল্পনা নিয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়েছে। সাব্রুমে ইন্টারন্যাশনাল বৌদ্ধিষ্ট ইউনিভার্সিটি স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার ইন্টারন্যাশনাল বৌদ্ধিষ্ট কনফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। আজকের এই ওয়া উৎসবের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের শান্তির বার্তা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ইন্টারন্যাশনাল বৌদ্ধিষ্ট কনফেডারেশনের সচিব ড. ধাম্মাপিয়া বলেন, বৌদ্ধধর্মের নীতি হল সকলের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা। কোনো দেশ বা রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করতে হলে উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নয়নও প্রয়োজন। উন্নয়ন ও শান্তি একে অপরের পরিপূরক। ত্রিপুরা রাজ্যে যেসমস্ত বৌদ্ধ স্থাপত্য রয়েছে সেগুলি উন্নয়ন করার ব্যাপারে তিনি রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন রাখেন।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে দিল্লীতে নিযুক্ত মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত মোয়ে কৌ অং বলেন, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে ছোট হলেও এখানকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বিখ্যাত। ভারতের সঙ্গে মায়ানমারের সংস্কৃতি, যোগাযোগ, বাণিজ্য সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি ভারত ও মায়ানমারের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান উন্নত হলে উভয় দেশের পর্যটন ক্ষেত্রও উন্নত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, বিধায়ক শংকর রায়, মগ সোসিও কালচ্যারাল অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক দোয়াং মগ, সিকিম রাজ্যের ট্যুরিজম অ্যাডভাইজার রাজ বসু এবং রূপাইছড়ি ব্লকের ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিদের মগ সোসিও কালচ্যারাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন।

****

পি.ডি